বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বেগম রোকেয়া দিবস ২০২১

শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৯ ডিসেম্বর ২০২১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
০৯ ডিসেম্বর ২০২১

বাণী

বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে আমি মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন ও 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া তাঁর শানিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থা নারী উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই তাঁর চিন্তা-ভাবনা-উদ্বেগ সর্বক্ষণ আবর্তিত ছিল নারীজাগরণ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। তিনি শুধু নারী শিক্ষার অগ্রদূতই ছিলেন না, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নিবেদিতপ্রাণ একজন সমাজকর্মীও ছিলেন। নারীকে অবরোধবাসিনী করে বিকলাঙ্গ করার প্রথা উচ্ছেদসহ নারীমুক্তি, নারীর অগ্রযাত্রা ও নারী শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর ত্যাগী ভূমিকা তাঁকে মহীয়সী করেছে। "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও– নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক"– শতবর্ষ আগে এভাবেই বেগম রোকেয়া তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নারীদের শিক্ষিত তথা আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বেগম রোকেয়ার চিন্তার গভীরতায় এবং দৃষ্টি প্রসারতায় রচিত সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাল্যবিবাহ নির্মূলসহ তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর পেশাগত জ্ঞান ও মেধাবিকাশের সুযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করা হয়েছে নারীবান্ধব নানা উদ্যোগ ও কর্মকৌশল। সরকারের বিচক্ষণ, গতিশীল ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধুলাসহ পেশাভিত্তিক সকল ক্ষেত্রে নারীদের আজ গর্বিত পদচারণা। নারীরা এভারেস্ট বিজয় থেকে শুরু করে শান্তি মিশনের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বও সমদক্ষতায় সম্পাদন করছে। সমাজের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে পুরুষদের সহযোগিতা খুবই জরুরি। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ বছর যাঁরা 'বেগম রোকেয়া পদক' পেয়েছেন, আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেগম রোকেয়ার কর্ম ও জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমাদের নারীসমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে– বেগম রোকেয়া দিবসে আমি এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর জাতীয়ভাবে ০৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করে থাকে। নারী শিক্ষা ও নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উপমহাদেশের নারীজাগরণের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় নাম। তিনি নারী শিক্ষায় বাংলার নারীসমাজের নিকট এক আলোকবর্তিকা। নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সকলের নিকট অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। যার ফলে সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার অবসানের মাধ্যমে অর্জিত হবে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি। নারীদের শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও-নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক"।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংবিধানে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন করেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর সমঅধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যার ফলে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে ৭ম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ 'প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন', 'পিস ট্রি', 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড', 'সাউথ-সাউথ', 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড', 'চ্যাম্পিয়ন অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট', 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড ২০২১', 'মুকুটমণি ২০২১' পুরস্কার এবং তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিকখ্যাত 'উইটসা ২০২১' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভিজিডি, মাতৃত্বকাল ভাতা, ল্যাকটেটিং মা ভাতা, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মজীবী হোস্টেল, শিশু বিকাশ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ৬৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধিত) অধ্যাদেশ, ২০২০; শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; প্রণয়ন করেছে এবং বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত পদক্ষেপের মাধ্যমে ২০৪১ সালের উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। এটাই হোক মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর স্মরণীয় বছরে বেগম রোকেয়া দিবসের অঙ্গীকার। বেগম রোকেয়া পদক ২০২১ প্রাপ্তদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০২১ এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি

বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন
বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ও আজকের বাস্তবতা

রাম চন্দ্র দাস
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিবসটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। একই ধারায় যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যসহ এবারেও উদ্‌যাপিত হচ্ছে দিবসটি।

বাঙালি নারীজাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। মহীয়সী এই নারী সেই অতীত অন্ধকার সময়ে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বঙ্গীয় জীবনে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছিলেন। তিনি কেবল এখানেই থেমে যাননি, একই সাথে নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাবপ্রসূত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ মানসিকতাকে আঘাত করেছিলেন কঠোরভাবে। তিনি যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন যে, নারী জাগরণ ও নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়।

পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত সমাজপতিরা সেদিন এই সত্যকে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার অদম্য প্রয়াস ও নিরলস সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন নারী শিক্ষার গুরুত্ব। বাংলায় সেই থেকে শুরু নারীজাগরণ ও নারীর অগ্রযাত্রার। তাঁর আজীবন সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি নারী, যুগের পরিক্রমায় যা আজ এগিয়ে চলেছে পূর্ণতার পথে। নারী মুক্ত হয়েছে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে, যুক্ত হয়েছে সমাজ ও দেশ বিনির্মাণের প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বেগম রোকেয়ার সারাজীবনের প্রত্যাশার পূর্ণতা ঘটে বঙ্গবন্ধুর সুমহান এ উদ্যোগে। সংবিধানে নারী-পুরুষ সমতার বিধান সংযোজন ও সেই সূত্রে নারীর অগ্রযাত্রার অনিবার্য ধারায় আজ এ দেশের নারী সকল অধ্যায়ে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। গৃহকোণ থেকে বিশ্বমঞ্চ– সর্বত্রই এ দেশের নারীর জয়জয়কার। সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাস্তবায়ন করে চলেছেন বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতার স্বপ্ন। আজকের বাংলাদেশ যেন তাঁদের সেই সকল স্বর্ণালি স্বপ্নের এক সফল রূপায়ণ। এ দেশ এখন নারী-পুরুষ সমতা ও নারী উন্নয়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা পৃথিবীতে নারী উন্নয়নের রোল মডেল।

নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও শিশুর জন্য সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নসহ নারীকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের রয়েছে নানামুখী কর্মসূচি। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'ভিজিডি কার্যক্রম', 'দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি', 'কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি', 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি' প্রভৃতি। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন নারীর খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি বিধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে একই সাথে তা গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ মাতৃত্ব ও অনাগত শিশুর জন্য সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণেও কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রণীত "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১" উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণকে করেছে অবারিত। নারী নির্যাতনমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়েছে যথাযথ আইন ও রয়েছে তার কঠোর বাস্তবায়ন। সকল কিছুই করা হয়েছে এ দেশে নারীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে, দেশের সামগ্রিক বিকাশের মাত্রাকে বেগবান করতে।

সামাজিকনিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত কর্মসূচিসমূহের পাশাপাশি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জেলা, উপজেলাসমূহে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলছে। 'জীবিকায়ন কর্মসূচি'র আওতায় সারাদেশে ট্রেডভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের জন্য স্থাপিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের স্বাবলম্বী করার প্রক্রিয়াও সবসময় চলমান রয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে রয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। দেশব্যাপী আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প (আইজিএ)-এর বিক্রয়কেন্দ্রসমূহের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান জয়িতা ফাউন্ডেশনের 'জয়িতা বিপণনকেন্দ্র' স্থাপন ও 'ই-জয়িতা প্ল্যাটফর্ম', জাতীয় মহিলা সংস্থার 'লালসবুজ ডটকম' প্রভৃতি কর্মোদ্যোগ নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশে ও বিদেশের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসনের জন্য 'কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল' ও তাদের শিশুসন্তানদের জন্য 'ডে-কেয়ার সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার সৃজিত নারীবান্ধব এ সকল প্রতিষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায়ও আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করে যাচ্ছে এ দেশের নারীরা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বে এ দেশের নারীসমাজ আজ নিজেদেরকে গড়ে তুলছে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যোগ্য জনশক্তি হিসেবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নারীর অবাধ প্রবেশের সুযোগ নারীকে আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মতো সর্বাধুনিক বিষয়ের সাথেও করেছে যুক্ত। সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী আজ আদর্শ ও নির্ভরযোগ্য। নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর এ পদক্ষেপসমূহ তাঁকে তুলে ধরেছে সমকালীন বিশ্বে নারী উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে।

নারীজাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখা ও এ দেশের নারীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রবর্তন করেছে সরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাঁরা আপন আলোয় আলোকিত করেছেন এ দেশের নারীসমাজকে, এগিয়ে যেতে জুগিয়েছেন অন্তহীন প্রেরণা, প্রতিবছর তাঁদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পাঁচজন নারীকে প্রদান করা হয় 'বেগম রোকেয়া পদক'। এ বছরও নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন পাঁচজন কৃতী নারী। আজকের এই বিশেষ দিনে তাঁদেরকে সম্মানিত করা হচ্ছে। এ বছরে পুরস্কারপ্রাপ্ত এ সকল সফল নারীকে অভিনন্দন, অভিবাদন।

যে স্বপ্ন বেগম রোকেয়া দেখেছিলেন সারাজীবন, যা বাস্তবায়নের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন দূর অতীত থেকে; তাঁর সেই স্বপ্নের পথে সঠিক গন্তব্যে এগিয়ে চলেছে আজকের বাংলাদেশ, বাংলাদেশের নারীসমাজ। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন অতিক্রম করে চলেছে নিজেকেই; সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে বেগম রোকেয়ার স্বপ্নগুলোকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে প্রতিদিন রচিত হচ্ছে নতুন নতুন বিজয়গাঁথা।

বেগম রোকেয়ার স্বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্ন আর তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ–এই দুইয়ের সম্মিলন নিরলসভাবে বিনির্মাণ করে চলেছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। এ যাত্রা বেগবান হোক দেশের চিরায়ত কল্যাণের ধারায়, নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ হোক বিশ্বের বিস্ময়– আজকের এ শুভদিনে এই হোক আমাদের বিনীত প্রত্যাশা। #

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
০৯ ডিসেম্বর ২০২১

বাণী

বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাঙালি নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বেগম রোকেয়ার জীবনাচরণ ও নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বছর যাঁরা 'বেগম রোকেয়া পদক' পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বেগম রোকেয়া ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন আধুনিক নারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর এই উপলব্ধি ও আদর্শ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীর সমান অধিকার, সমমর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়নের শক্ত ভিত রচনা করেছিলেন। তিনি জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন। ১৯৭২ সালেই চাকুরি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে তাঁর গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীকে সম্পৃক্ত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণাকে বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র ও জন জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাতা প্রদান ও কর্মমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপদে কাজের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সরকার নারীর মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। ফলে বাংলাদেশের নারীরা এখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় ও সক্ষমতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকুরি, ব্যাবসাবাণিজ্য, শিক্ষা ও শিল্পসংস্কৃতি তথা সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এখন সাবলীল এবং সুদৃঢ়।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সফল বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ এখন দৃশ্যমান। নারী উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা জাতিসংঘের 'প্লানেট ৫০ : ৫০ চ্যাম্পিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছি। এসডিজি অর্জনে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সূচকে এগিয়ে থাকায় আমরা 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' অর্জন করেছি। তাই বাংলাদেশ আজ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়। এদেশে সফল হয়েছে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন।

আমি 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২১' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাঙালির আধুনিক যুগের ইতিহাসে যে নারীর নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, সেই নাম হচ্ছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাহস, আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তাকে সঙ্গী করে পাড়ি দিয়েছেন দুর্গম পথ। আঁধার ভেঙে এনেছেন নতুন সূর্য। সেই সূর্যের আলোয় আলোকিত আজকের সমাজ তথা দেশ ও রাষ্ট্র। ০৯ ডিসেম্বর নারীজাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শ প্রজন্মান্তরে অনুসরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ০৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন করে এবং বেগম রোকেয়ার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নারীদের কল্যাণে যুক্ত সফল নারীদের মধ্যে বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করে। যাঁরা বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ বছর নারী ও সমাজ উন্নয়নে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত হয়েছেন-তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলার নবজাগরণের মতো বড়ো একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া। নারীমুক্তির বাস্তব পথ দেখাতে তাঁর অবদান ছিল বিশাল। বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নারীর এগিয়ে চলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার পক্ষে তিনি যুক্তি তুলে ধরেছেন। সমাজে নারীর অসম অবস্থানের কথা সবসময়ে ফুটে উঠেছে তাঁর দৃপ্ত কলমে। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নারীসমাজকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি কখনই সম্ভবপর নয়। তিনি পিছিয়ে থাকা নারীসমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে অধিকার সচেতন করে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণে তিনি ছিলেন অন্যতম একজন পথিকৃৎ।

বেগম রোকেয়া একজন বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি ছিলেন অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। যার পরিচয় আমরা পাই তাঁর 'সুলতানার স্বপ্নে' যেখানে তিনি বলেছেন–যাহা যাহা পুরুষ পারিবে, তাহাই নারী পারিবে। মতিচূর (১৯০৪) প্রবন্ধগ্রন্থে রোকেয়া নারী-পুরুষের সমকক্ষতার যুক্তি দিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শ ও কর্ম আমাদের নারীসমাজের অগ্রযাত্রায় এক অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

বেগম রোকেয়া আজ থেকে শতবর্ষ আগে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর অনন